দাদুর উত্তর

বনফুল

খোকন তখন ছোট ছিল । মাত্র দশ বছর বয়স । একদিন গঙ্গার ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখছিল সে। ভাদ্রর ভরা গঙ্গায় প্রতিফলিত হয়েছে রঙিন মেঘে ভরা পশ্চিমের আকাশ । আকাশে কত রকম রং । যে সাতটা রং রামধনুতে দেখা যায় তা তো আছেই, তাছাড়া আছে আরও নানা রকম রং যার নাম

খোকন জানে না। ফিকে হলুদের সঙ্গে ফিকে গোলাপী। কালো মেঘের টুকরোটিকে ঘিরে সোনালীর পাড়, বেগুনী আর লালের অদ্ভুত সমন্বয়, নীলের মাঝে মাঝে রূপোলী ছাপ, ওদিকে একটা দৈত্যাকার মেঘ সর্বাঙ্গে আবীর মেখে বসে আছে, পাহাড়ের উপর লাল টুকটুকে শাড়ি পরে হাত তুলে কাকে ডাকছে ওই শ্যামলা রঙের মেয়েটি উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা শ্বেত হস্তী, তার মুখে লালের আভা আর সর্বাঙ্গ দুগ্ধ - ধবল। একটা রূপকথা যেন মূর্ত হয়েছে পশ্চিম আকাশে। ওপাস থেকে ঝরে পড়ছে একটা আলোর ঝরণা, এ পাশে ছোট ছোট মেঘগুলি ভেসে চলেছে রঙের নদীতে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল খোকন। হাতে ছিল চিনে বাদামের ঠোঙা। হাতে ধরাই ছিল, খেতে ভুলে গিয়েছিল খোকন। তন্ময় হয়ে সে চেয়ে ছিল পশ্চিম আকাশের দিকে। কী মহোৎসব হচ্ছে ওখানে, অথচ কোন গোলমাল নেই। হাততালি নেই, মাইক নেই।

একটু পরেই কিন্তু খোকন বলে উঠলো-এ কি ? রঙগুলো সব ফিকে হয়ে যাচেছ যে। বদলেও যাচ্ছে। একটা অন্ধকারের পর্দা ঢেকে ফেলছে সব দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে রাত্রি নেমে এলো। খোকন হতভম্ব হয়ে বসে রইলো। তার বারবার মনে হতে লাগলো এত শীঘ্র সব ফুরিয়ে গেল কেন ? কোথা গেল এত রং ? কেনই বা এসেছিল, কেনই বা চলে গেল ? চানাচুরের ঠোঙাটার সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠলো সে। চানাচুর বার করে চিবুতে লাগলো, কিন্তু গঙ্গার ধার থেকে উঠতে পারলো না সে। কিসের একটা মোহ তাকে যেন আটকে রাখলো, অনেকক্ষণ। সে অপরূপ দৃশ্য সে এতক্ষণ দেখেছে তা যে আবার আকাশে দেখা দেবে এ আশা তা ছিল না, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যে উত্তরটা সে খুঁজছে এত রং কোথায় গেল, তা বোধহয় এইখানেই পাওয়া যাবে। অনেকক্ষণ বসে রইলো, কিন্তু কোনও উত্তর পেল না সে।

বাড়ি ফিরে গেল শেষে। গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যা সে আরও কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু এ সব কথা মনে হয় নি। সব সময়ই সব কথা কি মনে হয় ? হঠাৎ তার মনে পড়লো নিউটন সাহেব আপেলের গাছ থেকে পড়া মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল গাছ থেকে আপেলটা কিসের টানে মাটিতে পড়ল। আপেল-পড়া তিনি নিশ্চয়ই আগে অনেকবার দেখেছিলেন, কিন্তু একবারই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল আপেল পড়ে কেন ? খোকনেরও একবার মনে হয়েছে এত রং কোথা থেকে এলো, কোথায়ই বা গেল। হয়তো সে-ও একদিন বড়ো একটা আবিষ্কার করে ফেলবে এর

উত্তর থেকে ।

বাড়ি ফিরে দেখলো মনীশবাবু বসে আছেন । মনীশবাবু তার প্রাইভেট টিউটার । রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়াতে আসেন । তাঁকে দেখে খোকন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লো । সত্যিই আজ বাড়িতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. খোকনের বয়স কত ?
   ক. আট খ. নয়
   গ. দশ ঘ. বারো
2. রামধনুতে ক'টা রং দেখা যায় ?
3. খোকনের হাতে কী ছিল ?
4. মনীশবাবু কে ?

"খোকন আজ তোমার এত দেরিতে কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"গঙ্গার ধারে বসেছিলাম । কী সুন্দর সূর্যাস্ত যে দেখলাম মাস্টারমশাই ! মেঘে মেঘে কী চমৎকার রং। ভাবছিলাম এত রং আসে কোথা থেকে । আর আসেই যদি, কিছুক্ষণ পরে চলে যায় কেন ? একটু পরে সব অন্ধকার হয়ে গেল । তাই গঙ্গার ধারে বসে বসে ভাবছিলাম কেন এমন হয়—"

মাস্টারমশাই বললেন—"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে । রং আসে সূর্যের আলো থেকে । পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরছে, তাই আমাদের দিন-রাত্রি হচ্ছে । তাই সূর্যকে সকালে পূর্বদিকে আর সন্ধ্যায় পশ্চিমদিকে দেখা যায় । সূর্য যখন চক্রবাল রেখার কাছে থাকে তখন আলোর রংগুলো আমরা দেখতে পাই, আর তখন সেখানে যদি মেঘ থাকে তাহলে সে রং মেঘে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে, তাই মনে হয় সূর্য ক্রমশঃ সরে সরে উপরের দিকে উঠছে । উপরে উঠলে সূর্যের আলোর রং আমরা দেখতে পাই না, সাতটা রঙে মিলে যে সাদা আলো হয়েছে সেইতেই তখন দেখতে পাই, সে আলোকে আমরা বলি রোদ—",

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"দুপুরে বেলায় সূর্যে রং দেখা যায় না কেন ?

মাস্টারমশায়ের বিদ্যা অল্প । তিনি বিশদ করে ব্যাপারটা খোকনকে বোঝাতে পারলেন না।

বললেন — "যায় না বলেই যায় না । এখন তুমি ইতিহাসটা খোলো দেখি ।"

মাস্টারমশাই সোৎসাহে ইতিহাস পড়াতে লাগলেন । ইতিহাস শেষ করে ভূগোল, তারপর অঙ্ক — ।

পুরো দুটি ঘন্টা পড়িয়ে বিদায় নিলেন তিনি ।

বাইরের প্রকান্ড হলটার একধারে খোকনের পড়ার টেবিল । আর একধারে একটা খাট । সে খাটে খোকনের দাদু সন্ধ্যের সময় শুয়ে শুয়ে বই পড়েন তামাক খেতে খেতে । মাস্টারমশায় চলে যাবার পর দাদু খোকনকে ডাকলেন ।

"দাদু, শোনো । আজ গঙ্গার ধারে গিয়েছিলে বুঝি — সূর্যাস্ত দেখলে ?"

"হ্যাঁ, অতি চমৎকার । কিন্তু অত রং এলোই বা কেন, গেলোই বা কেন তা বুঝতে পারলাম না। মাস্টারমশাই বা বললেন তা-ও আমার মাথায় ঢুকলো না ।"

দাদু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন । তারপর বললেন, "আমি কিন্তু উত্তরটা জানি । শুনবে সেটা ?"

"বলো না-"

"সূর্য মহা দাতা লোক । সর্বদা দান করছেন । তাই তাঁর ছেলে কর্ণ দাতাকর্ণ হয়েছিলেন । তিনি সকালে এসেই একবার অজস্র রং দান করেন, আবার সন্ধ্যাবেলা অস্ত যাবার সময়ও অজস্র রং দান করেন । তাঁর সেই অজস্র দানের ছবি খানিকক্ষণের জন্য আকাশে ফুটে ওঠে । তারপর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে । তাই আর আকাশে দেখা যায় না—"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর খোকনকে কে ডাকলো ?
   ক. বাবা খ. মা
   গ. দাদু ঘ. ভাই
2. সূর্য কী দান করে ?
3. খোকন বড় হয়ে কোথা থেকে সন্ধ্যা ও উষার বর্ণ মহিমার তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে ?

"তাই নাকি । পৃথিবীতে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে সে সব রং ?"

"সর্বত্র । তোমার মায়ের মুখে, তোমার বাবার ভালোবাসায়, তোমার বোনের চোখের দৃষ্টিতে সেই রং রূপান্তরিত হয়ে যায় । আমার হাসিতেও হয়তো একটু আছে সেই রং । সবার মধ্যেই আছে । ফুলে আছে, ফলে আছে, পাখির পালকে আছে, প্রজাপতির ডানায় আছে । আমাদের স্নেহে, ভালোবাসায়, ত্যাগে, ক্ষমায় সেই রং লুকিয়ে আছে । সেই রঙেই পৃথিবী রঙিন ।"

দাদুর উত্তরটা খোকনের ভালো লাগলো। এখন খোকন বড়ো হয়েছে । বিজ্ঞানের বই পড়ে সন্ধ্যা

উষার বর্ণমহিমার তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে সে । কিন্তু দাদুর উত্তরটা এখনও ভালো লাগে তার। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হয় ওইটেই হয়তো সত্যি ।

জেনে রাখো ঃ

দুগ্ধ	—	দুধ	**সমন্বয়**	—	মিলন
আভা	—	দীপ্তি, বর্ণ	**অপরূপ**	—	সুন্দর
অপ্রতিভ	—	অপ্রস্তুত	**শ্বেত**	—	সাদা
তন্ময়	—	একাগ্রচিত্ত	**হতভম্ব**	—	কি করবো ভেবে না পাওয়া, হতবুদ্ধি

লেখক পরিচয় ঃ

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৯ জুলাই, ১৮৯৯ বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 'বনফুল' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম । এই নামেই তিনি বিশেষ রূপে পরিচিত । পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, মা মৃণালিনী দেবী । ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন।

বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটগল্প রচনার পথিকৃৎ তিনি । ১৯৬২ সালে 'হাটে বাজারে' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ১৯৭৬ - এ পদ্মভূষণ পুরস্কার 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'বৈতরণীর তীরে', 'ডানা', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর', 'সপ্তর্ষি', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচয়িতা তিনি । ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

পাঠ পরিচয় ঃ

বনফুল রচিত 'দাদুর উত্তর' একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প । অনেক কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে স্নেহ, ভালবাসা, মমতায় জড়ানো ব্যাখ্যা যে আমাদের মনে বেশি সাড়া জাগায়, তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ছোট গল্পটি ।

পাঠবোধ ঃ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. বনফুলের প্রকৃত নাম কী ?
2. 'দাদুর উত্তর' গল্পটি কার লেখা ?
3. খোকন কোথায় সূর্যাস্ত দেখতে গিয়েছিল ?
4. খোকনের মনে সূর্যাস্ত দেখার সময় কোন প্রশ্ন জেগেছিল ?
5. সূর্যের ছেলের নাম কী ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. রামধনুর সাতটা রং ছাড়াও খোকন আরো যে সব রং আকাশের গায়ে দেখেছিল, তা লেখো ।
7. কিসের মোহ খোকনকে গঙ্গার ধারে আটকে রেখেছিল ?
8. সূর্যের প্রকাশের বিভিন্ন রং সম্বন্ধে মাস্টার মহাশয়ের উত্তর কী ছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

9. 'একটা রূপকথা যেন মূর্ত হয়েছে পশ্চিম আকাশে' কার লেখা, কোন রচনায় এ কথা বলা হয়েছে ? কে কখন এই রূপকথা মূর্ত হতে দেখেছিল ? - এ বিষয়ে নিজের মতো করে লেখো ।
10. সূর্যাস্তের বিভিন্ন রঙ পৃথিবীময় কোথায় ছড়িয়ে পড়ে বলে দাদু যে বর্ণনা দিলেন, তা নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

পশ্চিম	ছোট	সূর্যাস্ত
রাত্রি	সচেতন	অন্ধকার

2. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

মেয়ে	দাদু
মা	বোন

3. বাক্য রচনা করো ঃ

টুকটুকে	হতভম্ব	সচেতন
রোজ	চমৎকার	গোলমাল

4. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিবর্তন করো ঃ

রং	গোলাপ	দক্ষিণ
মোহ	পৃথিবী	ভূগোল

5. সন্ধি করো ঃ

দৈত্য + আকার	সর্ব + অঙ্গ
সূর্য + অস্ত	মণি + ঈশ
মধ্য + আকর্ষণ	মহা + উৎসব